ALL INDIA RADIO

REGIONAL NEWS UNIT – SILCHAR

EVENING NEWS BULLETIN

BENGALI

04 JULY 2024 **7:45—7:55 PM IST**

==========

কেন্দ্রীয় সরকারের গত পয়লা জুলাই থেকে আরম্ভ করা সম্পূর্ণতা অভিযান আসামে আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে ।রাজ্যের উচ্চাকাঙ্খী জেলা এবং উন্নয়নখন্ড সমুহের দ্রুত সর্বাত্মক বিকাশের লক্ষ্যে আগামীকাল থৈকে এই সম্পূর্ণতা অভিযান আরম্ভ করা হচ্ছে ।এই অভিযান আগামী ৩০ শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে ।নীতি আয়োগের অধীনে আরম্ভ করা এই অভিযানে নির্বাচিত জেলা এবং উন্নয়নখন্ডের নির্দিষ্ট সূচাংক পর্যন্ত উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করা সহ বিভিন্ন প্রকল্পের কাজকর্মের পর্যবেক্ষণ এবং ফলাফলের উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হবে ।সম্পূর্ণতা অভিযানের অধীনে উচ্চাকাঙ্খী জেলা এবং উন্নয়ন খন্ড সমুহের বিকাশ সাধনের মাধ্যমে দেশের অন্যান্য প্রান্তের উন্নয়নের ব্যবধান দূর করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ।এই অভিযানে প্রসুতির সংখ্যা , সংহত শিশু বিকাশ সেবার অধীনে প্রসুতির পরিপূরক খাদ্য সরবরাহের হার , মাটি স্বাস্থ্য কার্ডের মাধ্যমে মাটির নমুনা সংগ্রহের হার প্রতিটি উন্নয়নখন্ডে মধুমেহ এবং উচ্চরক্তচাপ জনিত রোগী সনাক্ত করা ইত্যাদি কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছে ।এই সম্পূর্ণতা অভিযানে কাছাড় জেলার লক্ষীপুর , হাইলাকান্দি জেলার দক্ষিণ হাইলাকান্দি , ডিমা হাসাও জেলার গিয়াং , দিয়ুংব্রা ,জাটিঙ্গা এবং নতুন সংবর সহ রাজ্যের ১৩ টি জেলা তথা ২০ টি উন্নয়নখন্ডকে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে ।

মূখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে গতকাল দিশপুর জনতা ভবন থেকে জেলা আয়ুক্তদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পর্যালোচনা বৈঠক করেছেন । এদিকে রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল রূপ ধারণ করছে । রাজ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের জারি করা তথ্য অনুযায়ি রাজ্যের ২৮ টি জেলা বন্যার কবলে পরেছে । এই জেলাগুলির মধ্যে ২ হাজার ২০৮ টি গ্রামের ১১ লক্ষ ৩৪ হাজারেরও বেশী লোক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন । রাজ্যের ৪২ হাজার হেক্টর কৃষিজমি বন্যার জলে প্লাবিত হয়েছে । সরকার এবং জেলা প্রশাসনগুলোর স্থাপন

করা ১৩০ টি আশ্রয় শিবিরে ১৮ হাজার ৪৫৯ জন বন্যাক্রান্ত লোক আশ্রয় গ্রহণ করেছেন । সরকারী তথ্য অনুযায়ি চলতি বছরের বন্যায় রাজ্যে ৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে।

বরাক উপত্যকার তিনজেলায় গতকাল রাত থেকে বন্যা পরিস্থিতির আরো অবনতি হয়েছে । বরাক নদী সহ তার উপনদীগুলি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে । গতকাল রাত থেকে তারাপুরের নিউ কলোনি, ফাটক বাজার কালীবাড়ীচর তারাপুর নাথপাড়া সহ অন্নপূর্ণাঘাট সংলগ্ন এলাকায় বসত বারিতে জল ঢুকতে শুরু করে । এর পরিপ্রেক্ষিতে বানভাসি লোকেরা পুনরায় শিলচরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আশ্রয় নিতে শুরু করেছেন । এদিকে জাটিঙ্গা ও হারাং নদীতে দ্রুতগতিতে জল বাড়ায় বড়খলা ও উত্তর কাটিগড়ার বেশ কিছু অঞ্চল জলমগ্ন হয়েছে । পাহাড়ি এই দুটি নদীতে জল বাড়ায় এর সংলগ্ন নীচু এলাকাগুলিও প্লাবিত হয়েছে । বেরেঙ্গা, বেথুকান্দি, তারাপুর শিববাড়ী বাঁধ সহ বন্যাপ্রবণ এলাকা নিয়ে পুনরায় জনমনে আতঙ্ক দেখা দিচ্ছে । তবে কোনো স্থান থেকে এখনো কোনোধরণের দুর্ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি ।

করিমগঞ্জ জেলার বদরপুরের কান্দিগ্রাম অঞ্চলের বাঁধ বরাক নদীর জলে প্লাবিত করার ফলে জগন্নাথপুর, কান্দিগ্রাম সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে পড়েছে ।

রাজ্যের জল সম্পদ বিভাগ থেকে আকাশবাণীকে জানানো হয়েছে যে আজ সকাল সাতটায় শিলচর অন্নপূর্নঘাটে বরাক নদী বিপদসীমার দুই মিটার ২২ সেন্টিমিটার উপরে প্রবাহিত হচ্ছে । এখানে জল ঘন্টায় এক সেন্টিমিটার করে বাড়ছে ।

এদিকে হাইলাকান্দি জেলার বন্যা পরিস্থিতিও জটিল হয়ে পড়েছে । জেলার ধলেশ্বরী ও কাটাখাল নদীর জল বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে । কেন্দ্রীয় জল আয়োগ সূত্রে আকাশবাণীকে জানানো হয়েছে যে আজ সকাল ছটায় মাটিজুড়িতে কাটাখাল নদী বিপদসীমার তিন মিটার ৩৪ সেন্টিমিটার উপরে প্রবাহিত হচ্ছে । এখানে জল বাড়ছে । করিমগঞ্জে কুশিয়ারা নদী বিপদসীমার এক মিটার ৩২ সেন্টিমিটার উপরে প্রবাহিত হচ্ছে । এখানেও জল বাড়ছে ।

হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গতকাল থেকে ত্রান ও উদ্ধার অভিযান শুরু হয়েছে । জেলা প্রশাসন থেকে ইতিমধ্যে প্রায় ৩৮ কুইন্টাল চাল , ৮ কুইন্টাল ডাল , দুই কুন্টাল লবন দুশ ৩৬ লিটার তেল ত্রান হিসেবে বরাদ্দ করা হয়েছে ।

এদিকে গতকাল জেলার সুর্দশনপুর ও কলাছড়া থেকে রাজ্য দূর্যোগ মোকাবিলা বাহিনীর কর্মীরা ১২ জন বন্যাক্রান্ত লোককে উদ্ধার করেন । জেলায় এপর্য্যন্ত ২৮টি রাজস্ব গ্রামের সাত হাজার ২২ জল লোক এবারের বন্যার কবলে পড়েছেন । জেলার সব নদীগুলি ফেরী পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে ।

করিমগঞ্জের জেলা আয়ুক্ত মৃদুল কুমার যাদব এক বিজ্ঞপ্তীতে আজ থেকে জেলার সব সরকারী-বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্টানে ছুটি ঘোষনা করেছেন । বিজ্ঞপ্তীতে জানানো হয়েছে যে লঙ্গাই , কুশিয়ারা ও বরাক নদীর জলস্তর বিপদসীমা অতিক্রম করায় এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের সুরক্ষা জন্য আজ থেকে সব শিক্ষা প্রতিষ্টানে ছুটি ঘোষনা করেছেন । তবে পূর্ব নির্ধারিত সূচী অনুসারে কোন পরীক্ষা থাকলে , তা যথারিতি অনুষ্ঠিত হবে বলে বিজ্ঞপ্তীতে জানানো হয়েছে ।

কাছাড়ের খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ বিভাগের আধিকারীক এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন যে ই-শ্রম পঞ্জীয়নকারীদের আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ আগামী ৬ই জুলাই পর্য্যন্ত বাড়ানো হয়েছে । বিজ্ঞপ্তীতে আরো জানানো হয়েছে যে রেশন কার্ডের জন্য ই-শ্রম পঞ্জীয়নকারীদের তালিকা সর্ম্পকিত বিষয় সুর্প্রিম কোর্টের নির্দেশে প্রকাশিত হয়েছে ।